তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম... ৩......

দৈনিক সংবাদ

রাবিতে দ্বৈত ডিগ্রি অর্জনের চাঞ্চল্যকর ঘটনা ॥ তদন্ত কমিটির রহস্যজনক নীরবতা

রাজশাহী থেকে জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধশত শিক্ষক এবং তিন শতাধিক শিক্ষার্থী বিধিবহির্ভূতভাবে একই সাথে দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে উচ্চতর দ্বৈত ডিগ্রি অর্জন করেছেন বলে চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেছে। এই বিপুল সংখ্যক দ্বৈত ডিগ্রি অর্জনকারীদের অধিকাংশই কলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী। আরবি বিভাগের থিসিস গ্রুপের শিক্ষার্থী শিবির ক্যাডার ইফতিখারুল আলম মাসউদের বিরুদ্ধে দ্বৈত ডিগ্রি অর্জনের অভিযোগের সত্যতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই চমকপদ তথ্য পাওয়া গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বৈত ডিগ্রি অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার লক্ষ্যে গত বছরের ২১শে জুলাই থেকে ২রা আগস্ট পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত শিক্ষা পরিষদের সভায় ৭ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মুহঃ ওয়াজেদ আলী এই কমিটির আহ্বায়ক। কমিটিকে দুই মাসের মধ্যে সুপারিশসহ তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করতে বলা হয়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে দীর্ঘ প্রায় দশমাসেও রিপোর্ট প্রদান করা হয়নি বলে জানা গেছে।

অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, আরবি বিভাগের শিক্ষক এস. এম. এ সালাম, মোঃ জাহাঙ্গীর, ছবিরুল ইসলাম, মো. নিজামুদ্দীন, ভাষা বিভাগের মো. নুরুল হুদা, মো. রেজাউল করিম, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তারেক এম. টি রহমান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মো. রফিকুল ইসলাম, মো. বেলাল হোসেন, মো. মাহবুবুর রহমানসহ কমপক্ষে অর্ধশত শিক্ষক এবং আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী দ্বৈত ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এদের প্রায় সকলেই মাদ্রাসা লাইনের ছাত্র বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নিয়মিত ছাত্র একই সাথে দ্বৈত কোর্সে অধ্যয়ন বা দ্বৈত ডিগ্রি অর্জন করতে পারে না বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী। শিক্ষাপরিষদ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মুহম্মদ ওয়াজেদ আলীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়। তিনি 'সংবাদ প্রতিনিধি'কে জানান, কমিটির দুইটি সভা হয়েছে। রিপোর্ট এখনও তৈরি করা যায়নি। আগামী শিক্ষা পরিষদের সভায় বিষয়টি আনা হবে। কমিটি রিপোর্ট প্রদানে কেন বিলম্ব করছে এর কোন সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি।